'বাংলা ভাই বাহিনী'র নৃশংসতা : মাটি খুঁড়ে ৩ টুকরা লাশ উদ্ধার

মোহন আখন্দ ও এমআর ইসলাম রতন, *রানীনগর থেকে ফিরে*
বাংলা ভাইয়ের বাহিনী নওগাঁয় কথিত চরমপন্থী নেতাকে জবাই করে হত্যার যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করেছে। অপহরণের আটদিন পর শুক্রবার পুলিশ বাংলা ভাইয়ের প্রধান ক্যাম্প রানীনগরের ভিটি সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রায় ১০০ গজ দূরে পতিত একটি জমি থেকে পুঁতে রাখা খাজুর আলীর ৩ টুকরা লাশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে প্রথমে ৫ ফুট নিচ থেকে দুটি পা ও ধড় এবং আরও ২ ফুট নিচ থেকে তার মাথা উদ্ধার করে। উত্তোলনের পর পরিবারের সদস্যরা লাশটি খাজুর আলীর বলে শনাক্ত করেন। লাশ উত্তোলনের পরপরই খাজুর আলীর স্বজনদের আহাজারিতে এলাকার পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা গত ১৯ মে বুধবার সকালে রানীনগরের সিম্বা গ্রাম থেকে খাজুর আলী ও তার অপর ২ সহযোগী আবদুল কাইয়ুম ওরফে বাদশা এবং খায়রুল বাশার ওরফে বাশারকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের পরদিন পার্শ্ববর্তী আবাদপুকুর হাটে প্রকাশ্য জবাই করা হবে বলে মাইকিং করেছিল। ঘোষণা দেয়ার একদিন পর ওই হাট থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার বামনগ্রামে রাস্তার পাশে একটি গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া আবদুল কাইয়ুম ওরফে বাদশার লাশ পুলিশ উদ্ধার করে। অপর দু'জনের মধ্যে বাশারকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করলেও খাজুর আলীর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। স্থানীয় গ্রামবাসী ধারণা করছেন, বাদশার ঝুলন্ত লাশের ছবি পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা খাজুর আলীকে গোপনেই হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিল। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা তাদের ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কিংবা আশপাশের কোন এলাকায় নিয়ে খাজুর আলীকে জবাই করে হত্যার পর তার দেহ থেকে মাথা ও দুটি পা কেটে ফেলে। এরপর তার খণ্ডিত লাশ তাদের ক্যাম্প ভিটি সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসার নিকটবর্তী পতিত জমির নিচে পুঁতে ফেলে। বৃহস্পতিবার বিকালে স্থানীয় গ্রামবাসী ওই পতিত জমি সংলগ্ন এলাকা থেকে লাশের গন্ধ পাওয়ার পর পার্শ্ববর্তী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেয়। বিকাল গড়িয়ে যাওয়ার কারণে পুলিশ সেদিন লাশ উদ্ধার করতে না পারলেও পরদিন শুক্রবার নওগাঁর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কাজী আবু তাহেরের উপস্থিতিতে লাশটি উত্তোলন করা হয়। নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালের ৪ ডোম বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টা ধরে খননকালে প্রথমে দুটি পা ও ধড় এবং পরে মাথা উদ্ধার করে। মাটির নিচে পুঁতে রাখা লাশটি বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের হাতে অপহৃত খাজুর আলীর কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার দু'বোন সুলতানা ও সেলিনা আকতারসহ পরিবারের সদস্যরা অশ্রুসজল নয়নে প্রখর রৌদ উপেক্ষা করে খননস্থলের অদূরে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রথমে তারা মাথাবিহীন লাশের সঙ্গে থাকা লুঙ্গি দেখেই নিশ্চিত হন লাশটি খাজুর আলীর। পরিবারের সদস্যরা সাংবাদিকদের জানান, বাংলা ভাই বাহিনীর ভয়ে খাজুর আলী পার্শ্ববর্তী সিম্বা গ্রামে তার বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। লাশ উত্তোলনকালে শুধু খাজুর আলীর পরিবারের সদস্যরাই নয়, ভিটি গ্রামসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের শত শত মানুষও ঘটনাস্থলে ভিড় করেছিল।

বাংলা ভাই এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে

পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রেফতার অভিযানে সর্বশক্তি নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হলেও বাংলা ভাই এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। আত্রাই ও রানীনগর এলাকার নির্যাতিত সাধারণ মানুষের ধারণা, বাংলা ভাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকবে; তবে ঘাপটি মেরে থাকা তার অনুসারীরা কিছুদিন পর আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাবে। সাধারণ মানুষের এই ধারণা যে প্রকৃতই সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শুক্রবার সকালে বড়গাছা গ্রামে ঢুকেই। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা কিছুদিন আগে ওই গ্রামে জগন্নাথ নামে যে ব্যক্তির ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সেই বিরানভূমির সামনে অবস্থান এবং ছবি তোলার সময় আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে জেএমবির অনুসারীরা সাংবাদিকদের ঘিরে ধরে। তারা সেখানে সাংবাদিকদের আগমন এবং ছবি তোলার কারণ সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা ওই গ্রামের দায়িত্বে থাকা জেএমবি নেতা মন্টু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার জন্য চাপ দিতে থাকে। সাংবাদিকরা যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন সে সময় কয়েকজন ক্যাডারকে জগন্নাথের কেটে নেয়া গাছগুলো শ্রমিক দিয়ে সরিয়ে নিতেও দেখা গেছে। সেখানে কোন পুলিশি তৎপরতা নজরে না পড়ায় সাংবাদিকরা অজানা আশংকায় দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

গ্রামবাসীদের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা

বাংলা ভাই বাহিনীর সদস্যরা আবারও তাদের আগের অবস্থানে ফিরে আসার চেষ্টা অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও আত্রাই উপজেলার কোন কোন এলাকার মানুষ জেএমবির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। খবর পাওয়া গেছে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আত্রাই উপজেলার তিলাবুদুরী গ্রামে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে নজরুল ও ফজলু নামে জেএমবির স্থানীয় দুই ক্যাডার গ্রামবাসীর রোষানালে পড়ে। নজরুল পালিয়ে গেলেও বিক্ষুব্ধ জনতা ক্যাডার ফজলুকে গণধোলাই দিয়েছে। ওই উপজেলাসহ পার্শ্ববর্তী রানীনগর উপজেলার অনেক গ্রামেই এখন গ্রামবাসী জেএমবির ক্যাডারদের প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন পয়েন্টে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। গ্রামের লোকজন বলছেন, পুলিশ সত্যিকার অর্থে গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়ালে জেএমবি কিংবা সর্বহারা কেউ কোন বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ পাবে না।

সর্বহারারা জেএমবির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার হুমকি দিচ্ছে

রানীনগরের বড়গাছা গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে জেএমবির সদস্যরা ব্যাপক লুটপাট চালানোর পর বিতাড়িত সর্বহারারা ওই গ্রামের ৪ জেএমবি নেতাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। সেখানকার জেএমবির নেতৃত্বস্থানীয় নেতা ওয়াজেদ আলী খন্দকার জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে সর্বহারা দলের এক সদস্য মোবাইল ফোনে তাকে আগামী ৩০ মে'র মধ্যে হত্যার হুমকি দিয়েছে। সে জানায়, শুধু তাকেই নয় প্রতিবেশী সেকেন্দার আলী সরকার, আবদুস সাত্তার ও সাজ্জাদ হোসেনসহ আরও অনেক ব্যক্তিকেই একইভাবে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।

সুপ্রভাত বাংলাদেশ

সুখবরটি অন্ধদের জন্য। অন্ধজনের চোখের আলো ফিরিয়ে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে ঢাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক চক্ষু ব্যাংক ও কর্নিয়া হাসপাতাল। এ হাসপাতালের মাধ্যমে মাত্র ১০ হাজার টাকায় একটি কর্নিয়া সংযোজন করা যাবে। সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি হাসপাতাল স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন করছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, দেশে অন্ধের সংখ্যা ১৬ লাখ। এর মধ্যে কর্নিয়াজনিত অন্ধ হচ্ছে ৫ লাখ ২৬ হাজারের মতো। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৬০ হাজারের দু'চোখ অন্ধ এবং ৩ লাখ ৬৬ হাজারের এক চোখ অন্ধ। অথচ দেশে কর্নিয়া সংগ্রহের বার্ষিক হার মাত্র ১০০ থেকে ১৫০টি। সংগৃহীত এসব কর্নিয়া আবার সংরক্ষণ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় সংগৃহীত কর্নিয়া ৬ থেকে ১২ ঘণ্টার বেশি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে কর্নিয়া ১৪ দিন পর্যন্ত রাখা যাবে। সন্ধানীর নেয়া কর্নিয়া সংগ্রহ এবং আধুনিক চক্ষু ব্যাংকের পরিকল্পনা সফল হোক– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সুপ্রভাত বাংলাদেশ।

ছুটির দিনেও লোডশেডিং

যুগান্তর রিপোর্ট
রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে তীব্র বিদ্যুৎ সংকট অব্যাহত রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাট ৪৫০ এবং হরিপুরে ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সারাদেশে এ

সংকট শুরু হয়। তবে ঢাকায় অপেক্ষাকৃত কম লোডশেডিং দেয়া হলেও সারাদেশে বিদ্যুৎ ভোগান্তিতে মানুষের ত্রাহি দশা। তারপরও গতকাল শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না। সারাদেশে এ পরিস্থিতি ছিল আরও খারাপ। এখন এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ চরমে। এছাড়া সারাদেশে চলছে ভ্যাপসা গরম। গরমে বিদ্যুৎ না থাকায় জনজীবন অসহনীয় হয়ে উঠছে।

বিদ্যুতের ঘাটতি প্রকৃতপক্ষে এক হাজার মেগাওয়াট। কিন্তু পিডিবির মতে, গতকাল সারাদেশে চাহিদা ধরা হয়েছে ৩৪০০ মেগাওয়াট। আর উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়েছে ২৯৫১ মেগাওয়াট। পিডিবির হিসেবে সাড়ে ৪শ' মেগাওয়াট লোডশেডিং দেখানো হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি হিসেবে লোডশেডিং অনেক বেশি। ডেসা সূত্র মতে, গতকাল ঢাকায় পিক আওয়ারে লোডশেডিং করা হয়েছে ২০০ মেগাওয়াটের বেশি। গতকাল সন্ধ্যায় পিক আওয়ারে তারা বিতরণ করেছে সাড়ে ১১শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ঢাকায় সাধারণত চাহিদা রয়েছে ১৪শ' মেগাওয়াটের ওপরে। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় চাহিদা কিছুটা কম ছিল। পুরনো ঢাকা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, খিলগাঁও, রামপুরা, মুগদাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গতকাল বার বার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বন্ধ হয়ে যাওয়া বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল রোববার হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হতে পারে। এটা চালু হলে ঘাটতি কিছুটা হলেও কমবে। তবে মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হতে আরও ১০ থেকে ১২ দিন সময় লাগবে। কেন্দ্রটির বিশাল ট্রান্সফর্মারে কারিগরি ত্রুটি দেখা দিয়েছে। গতকাল রাতেই ভারত থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় এসেছে। গত মার্চ মাসেও এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একই সমস্যা হয়েছিল। তখন ভারত থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসে তা মেরামত করে। আরও জানা যায়, এ ট্রান্সফর্মার থেকে তেল বের করতে হবে। এরপর ত্রুটি মেরামত করে আবার তেল ভরতে হবে। এতে করে ১০/১২ দিন সময় লেগে যাবে। মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপক লোডশেডিং চলতে থাকবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

পল্লবী ও সবুজবাগে তিন খুন

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর পল্লবী ও সবুজবাগে দুই যুবক খুন হয়েছে। নিহতরা হচ্ছে রিপন (১৯) ও জুয়েল (২৫)। রিপন খুনের ঘটনায় পুলিশ টিটু ও বারেক নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায়, জুয়েল পেশায় ভিডিও ব্যবসায়ী। গতকাল ১৬৯ মধ্যবাসাবোর বাসায় ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথাকাটাটির একপর্যায় জুয়েলের বন্ধু মাহবুব পুতা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। মুমূর্ষু অবস্থায় জুয়েলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর সে মারা যায়। ঘটনার পর থেকে মাহবুব পলাতক রয়েছে।

অপরদিকে গত ২০ মে রাতে পল্লবীর বাউনিয়াবাঁধ ডি-ব্লকে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে টিটু ও বারেকের সঙ্গে রিপণের ঝগড়া হয়। একপর্যায় টিটু ও বারেক তাকে বোতল দিয়ে প্রহার করে। আহত অবস্থায় রিপনকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। গতকাল সকালে রিপন মারা যায়। এ ঘটনায় রিপনের বাবা খোরশেদ আলম বাদী হয়ে পল্লবী থানায় মামলা করেছেন। এদিকে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, সাম্প্রতিক সময় এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অবাধে বিক্রি করছে ফেনসিডিল, হেরোইন ও বাংলা মদ। মাদক ব্যবসায়ী ভোটকা মনির দীর্ঘদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে এলাকাছাড়া ছিল। কিছুদিন আগে এলাকায় ফিরে এসে আবার মাদক ব্যবসা শুরু করেছে। মদ খাওয়া ও টাকা-পয়সা লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধের কারণে রিপন খুন হয়েছে। তারা জানিয়েছে, মাদক ব্যবসা বন্ধ হলে এলাকার অপরাধ কমে যাবে।

শাহজালালের (রহ.) মাজারে বোমা হামলা

রহস্য উদঘাটনে অগ্রগতি নেই

লিয়াকত শাহ ফরিদী/সংগ্রাম সিংহ

দরগাহে বোমা হামলার আটদিন অতিবাহিত হলেও কোন রহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা এ বোমা হামলা কারা ঘটিয়েছে তা উদঘাটনে তৎপর রয়েছে। কেনইবা এ বোমা হামলা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বোমা হামলার তথ্য প্রদানের জন্য সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি লিফলেট গতকাল দরগাহ এলাকাসহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে দেয়ালে সাঁটানো হয়েছে। গোয়েন্দারা গত দু'দিনে দরগাহ এলাকার প্রায় ৬০ জন ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। গতকাল দরগাহ মসজিদে জুমার নামাজে মুসল্লির সংখ্যা আগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ছিল। প্রতি শুক্রবার যেখানে দরগাহের আশপাশের রাস্তায় পর্যন্ত নামাজে দাঁড়াতে হতো সেখানে মসজিদ প্রাঙ্গণের বেশ কিছু সারি ছিল মুসল্লিদের জন্য। গতকাল জুমার জামাতের আগে দরগাহের প্রতিটি ফটকে মুসল্লিদের ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়। দরগাহের প্রতিটি ফটকে এখন সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কড়া নিরাপত্তার কারণে দরগাহে ভক্ত-আশেকানের আগমন ও মুসল্লিদের সংখ্যা কমে গেছে। তবে দরগাহ কর্তৃপক্ষ বলছেন, এটা খুবই সাময়িক। ভক্ত-আশেকানরা দরগাহে আসবেই।

এদিকে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন অফিস পুনরায় চালু করা হলেও সিলেট অফিস এখনও বন্ধ রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সিলেট অফিস চালু হতে পারে।

তথ্য প্রদানের আহ্বান

দুটি গোয়েন্দা সংস্থার দুটি ফোন নম্বর দিয়ে গতকাল 'বোমা হামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য আবেদন' শীর্ষক একটি লিফলেট গতকাল বাদ জুমা দরগাহ এলাকায় ও নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দেয়ালে সাঁটানো হয়। লিফলেটে বলা হয়েছে, দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এমন ঘটনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে সহায়তা করে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষাসহ এমন গর্হিত কাজে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করুন। যোগাযোগের জন্য দুটি টেলিফোন নম্বর দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে– ৭১৩৬৫৯ সিলেট ও ০১৭১৫৪১৭৪৫ (মোবাইল)। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ইন্টারোগেশন সেলে বৈঠক

বোমা হামলার ঘটনা তদন্তে সিলেটে পুলিশ সুপার অফিসে স্থাপিত জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে সকাল-বিকাল দু'বেলা বৈঠক হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। গতকালও হয়েছে। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিআইডি, র‍্যাব, এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গতকালের আলোচনায় তদন্ত সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন অনেক কর্মকর্তাই। বাকি কাজ সম্পন্ন করতে কৌশল নির্ধারণের জন্যই অনুষ্ঠিত হয় গতকালের বৈঠক। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, শতাধিক বোমাবাজের তালিকা তৈরি করেছে ৪টি গোয়েন্দা সংস্থা। এদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারি রয়েছে। তবে এদের অধিকাংশকেই আগের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি, অনেকেই পলাতক রয়েছে।

বোমা হামলার পর দরগাহ গেটে অবস্থান নিয়েছেন গোয়েন্দারা। পুলিশি পাহারাও সার্বক্ষণিক রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, দরগাহ গেটের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০টি ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে।

পুলিশ প্রশাসনে বদলি আতংক

এদিকে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর বোমা হামলার পর কর্তব্যে অবহেলার দায়ে সিলেটের পুলিশ প্রশাসনে রদবদল শুরু হয়েছে। সিলেটের পুলিশ সুপার শাহাদাত হোসেনের সাময়িক বরখাস্তের পর পুলিশ প্রশাসনে বদলি আতংক বিরাজ করছে। সূত্র মতে, ৬

পুলিশ কর্মকর্তাকে ইতিমধ্যে শো-কজ করা হয়েছে। কোতোয়ালি ওসি এসএ নেওয়াজীসহ কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও সঙ্গত কারণে তা কার্যকর করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে বলে সূত্রে প্রকাশ।

পত্রিকা অফিস উড়িয়ে দেয়ার হুমকি

সিলেটের স্থানীয় দৈনিক কাজিরবাজারের অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। গত দু'দিন ধরে অজ্ঞাত পরিচয়ের কে বা কারা টেলিফোনে এই হুমকি দিচ্ছে বলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন। টেলিফোনে হুমকির সময় বলা হচ্ছে বোমা মেরে শুধু অফিস উড়িয়ে দেয়া নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে সাংবাদিকদের এক এক করে খতম করা হবে। গত বুধবার রাত ১২টায় এবং বৃহস্পতিবার সকাল ও বিকালে টেলিফোনে কে বা কারা এই হুমকি দেয়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরগাহ প্রাঙ্গণে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর হামলার ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশে ক্ষুব্ধ একটি মহল এই হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে থানায় জিডির প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

জগন্নাথপুরবাসীর মানববন্ধন

হযরত শাহজালালের (রহ.) মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার প্রতিবাদে ও এই জঘন্য ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে সিলেট মহানগরস্থ জগন্নাথপুর উপজেলাবাসীর উদ্যোগে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট আজিজুল মালিক চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ আলী আহমদ, অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি এমএ মালেক খান, দৈনিক কাজিরবাজার পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সৈয়দ সুজাত আলী, শিশির রায়, সোহরাব আলী, আজিজুর রহমান সুন্দর, আবদুস সালাম, ইলিয়াস আহমদ, সৈয়দ আবদুল হাফিজ, আবুল কালাম, আমিরুল ইসলাম চৌধুরী এহিয়া, গিয়াস উদ্দিন, এনামুল হক, আবদুল মুকিত, সামির মাহমুদ, আহমদ আলী প্রমুখ।

আহতদের দেখতে আবুল মাল আবদুল মুহিত

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আবুল মাল আবদুল মুহিত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা করে প্রকৃত হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল সকালে ওই বোমা হামলায় নিহত হাবিবুর রহমান হবিলের পূর্ব বাইশটিলা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নিহতের শোকাহত বাবা-মার সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি জানান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশফাক আহমদ, মহানগর যুগ্ম সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমদ, সোয়েব আহমদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা শফিউল আলম নাদেল, মাহফুজুর রহমান, আবদুর রহমান জামিল, মফিজুর রহমান বাদশা, মতিউর রহমান মতি, যুবলীগ নেতা সাইফুর রহমান খোকন, এমএ মালিক ইমন, ছাত্রলীগ নেতা আসম রাশেদ, সুহেল আহমদ সায়েল, আবদুল আজিজ, আলমাছ উদ্দিন, ইয়ামিন আরাফাত খান, মোঃ জাবেদ সিরাজ, খলিলুর রহমান বেলাল, সফিক মিয়া, আবদুস শহীদ, রাহেল আহমদ, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ আলী, আফতাব উদ্দিন, তেরা মিয়া প্রমুখ।

আবুল মাল আবদুল মুহিত নিহত হাবিবুর রহমান হবিলের বাবা-মাকে সান্ত্বনা দেন এবং আর্থিক সাহায্য করেন। এছাড়া তিনি ঝর্নারপাড়ে একই ঘটনায় নিহত জুবায়ের আহমদ রুবেলের বাসায় যান এবং নিহতের বাবা-মাকে সান্ত্বনা দেন। আবুল মাল আবদুল মুহিত ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও আহতদের দেখতে যান। সেখানে কিছু সময় কাটান এবং আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তিনি নিহতের বাবা-মাকে ও আহত প্রত্যেককে আর্থিক সহযোগিতা করেন।

চট্টগ্রামে তরুণী খুন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মহানগরীর বাদুড়তলা এলাকায় ছাত্রদলের এক ক্যাডার নিজের বাড়িতে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছে সদ্যবিবাহিতা এক তরুণীকে। নিহত ইসমত আরা চৌধুরী শম্পা (২৩) এ বছর সরকারি হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছে। মাসখানেক আগে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার আকদ সম্পন্ন হয় এবং আগামী ৪ জুন বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। ঘাতক ছাত্রদল ক্যাডার ইকরামুল হক লিটনের সঙ্গে শম্পার এর আগে অসম প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পারা লিটন শম্পাকে বিয়ের জন্য পারিবারিকভাবে বেশ ক'বার প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শম্পাকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ গতকাল সকালে লিটনের বাড়ির পেছন থেকে শম্পার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার পর থেকে লিটন পলাতক রয়েছে। শম্পার ভাই এ ব্যাপারে লিটনসহ তার পরিবারের অন্যদের আসামি করে চান্দগাঁও থানায় একটি মামলা করেছে। পুলিশ লিটনের পিতা নেছার আহমদ, ছোট ভাই রুমী ও বাড়ির কাজের বুয়াসহ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

জানা যায়, ইকরামুল হক লিটন নগরীর বাদুড়তলা বহদ্দারহাট এলাকার ত্রাস হিসেবে পরিচিত। চার ভাইয়ের মধ্যে সে দ্বিতীয়। তার বিরুদ্ধে নগরীর চান্দগাঁও, পাঁচলাইশসহ বিভিন্ন থানায় মামলার সংখ্যা ১৭/১৮টি। সে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হয়ে পাঁচবার জেল খেটেছে। সর্বশেষ মাসতিনেক আগে সে জেল থেকে ছাড়া পায়। সে নিজে ছাত্রদলের একজন ক্যাডার এবং চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক আবু সুফিয়ানের শ্যালক। সে সুবাদে প্রায় সবক'টি মামলা থেকেই সে রেহাই পেয়ে যায়। তার পিতা নেছার আহমদ একজন ব্যবসায়ী। বাদুড়তলা শাহী আবাসিক এলাকায় তার রয়েছে নিজস্ব চারতলা বাড়ি। সুন্দরী কলেজছাত্রী শম্পাদের বাসা বহদ্দারহাট খাজা রোডে। শম্পার পিতা মরহুম আবুল হাশেম চৌধুরীও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তাদেরও নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। শম্পাকে প্রতিদিন লিটনদের বাড়ির সামনের রাস্তা অতিক্রম করে কলেজে আসা-যাওয়া করতে হতো। লিটন দীর্ঘদিন ধরে শম্পার পেছনে লেগে ছিল। একপর্যায়ে শম্পার সঙ্গে লিটনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত দেড় বছর আগে শম্পাকে বিয়ে করার জন্য লিটন পারিবারিকভাবে প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু শম্পার বাবা আবুল হাশেম চৌধুরী তাতে রাজি হননি। এর কিছুদিন পর মারা যান আবুল হাশেম চৌধুরী। লিটন পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় এবং নিষ্ফল হয়। বাদুড়তলার এক সময়ের ত্রাস ছাত্রদল ক্যাডার লিটন ইতিমধ্যে নিজের ইমেজ বদলে কিছুটা শান্ত স্বাভাবিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। চার ভাইয়ের মধ্যে লিটন দ্বিতীয়, লেখাপড়ায় হাইস্কুল অতিক্রম করেনি।

গত এক মাস আগে ঢাকার ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান আকরামের সঙ্গে শম্পার আকদ সম্পন্ন হয়। শুরু হয় তাদের দাম্পত্য জীবন। আগামী ৪ জুন শম্পার আনুষ্ঠানিক বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। সম্পন্ন হয় সব প্রস্তুতি। কিন্তু লিটন কোনভাবেই এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। সে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজতে থাকে। শম্পার ছোট ভাই মুক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবর যুগান্তরকে জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বান্ধবীকে বিয়ের দাওয়াত দেয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয় শম্পা। এরপর বাসায় না ফেরায় সারারাত সবাই উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটায়। বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাসায় যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় তারা জানতে পারে, শাহী আবাসিক এলাকায় লিটনের বাসায় খুন হয়েছে শম্পা। আটক কাজের বুয়া পুলিশকে জানায়, সন্ধ্যায় শম্পা এবং লিটন অনেকক্ষণ ছাদে হাঁটাহাঁটি করেছে। শম্পার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছে, লিটন ও তাদের পরিবারের অন্যান্য লোকজন শম্পাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। এ সময় ঘরে অনেক মানুষ থাকলেও লিটনের হাতে শম্পা খুন হওয়ার মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসেনি। চারতলাবিশিষ্ট নিজস্ব বাসার দ্বিতীয়তলায় বসবাস করে

ইকরামুল হক লিটন ও তার পরিবারের অন্যরা। খুনের ব্যাপারে ভাড়াটিয়ারা কেউ মুখ খুলছে না ভয়ে। তবে নিহতের ভাই মুক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবর অভিযোগ করেছেন, এই খুনের পেছনে বড় নেতার ইশারা আছে।

পুলিশ জানায়, পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়েছে ইসমত আরা চৌধুরী শম্পাকে। তার পাঁজর ভেঙে ফেলা হয়েছে, ভেঙে গেছে গালের চোয়াল। লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়েছে তার শরীরে। নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে, পুরো সিঁড়ি ঘরে ধাওয়া করে পেটাতে পেটাতে খুন করা হয়েছে শম্পাকে। লিটনদের বাড়ির নিচের সিঁড়িঘরের পুরোটা জুড়ে পড়ে আছে ছোপ ছোপ রক্ত। ধারণা করা হচ্ছে, আঘাত সহ্য করতে না পেরে শম্পা সিঁড়িঘরের ভেতর আশ্রয় নিলে সেখানেই তাকে খুন করা হয়। লিটনের বাসার কাজের বুয়া পুলিশকে জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় সিঁড়িঘরের ভেতর থেকে লিটন শম্পার লাশ টেনে উপরে তোলে এবং ঘরের পেছনে ফেলে দেয়।

হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরপরই ঢাকায় অবস্থানরত শম্পার স্বামী আবু সুফিয়ান আরমানকে তা জানানো হয়। গতকাল তিনি চট্টগ্রাম এসে পৌঁছেন। শম্পার ছোট ভাই মুক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবর বাদী হয়ে গতকাল সন্ধ্যায় চান্দগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এদিকে শম্পার লাশ ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল রাত ৯টায় দাফন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শম্পার ভাই মুক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবরও ছাত্রদলের স্থানীয় পর্যায়ের এক নেতা।

সদস্যপদ হারানোর ঝুঁকির মুখে আ'লীগের ৯ সাংসদ

মাহমুদ-আল-ফয়সাল

একটানা আর মাত্র ১৬ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলেই বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সংসদের আসন শূন্য হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগের আরও আট এমপি রয়েছেন আসন শূন্য হওয়ার ঝুঁকির তালিকায়। তারা টানা ১৯ থেকে ২৪ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলেই সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী তাদের আসনগুলো শূন্য হয়ে যাবে। সংবিধানের ৬৭(১)(খ) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদের অনুমতি না নিয়ে কোন সাংসদ একাধিকক্রমে ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের এই ৯ এমপির পাশাপাশি ক্ষমতাসীন বিএনপির একজন এমপিও টানা প্রায় দুই মাস সংসদে অনুপস্থিত রয়েছেন। সরকার ও বিরোধী দলের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন বসছে আগামী ৯ জুন। ১০ জুন বাজেট পেশের পর দু'দিনের জন্য অধিবেশন মুলতবি হয়ে যাবে। তারপর টানা ৩০ জুন পর্যন্ত শুক্র ও শনিবার ছাড়া অধিবেশন চলবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ৩০ জুন বাজেট পাসের দিন পর্যন্ত আসন্ন অধিবেশন ১৬ কার্যদিবস চলবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে আসন রক্ষার জন্য এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই সংসদে হাজিরা দিতে হবে। আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টরা জানান, বাজেট অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে এখনও দলীয় ফোরামে কোন আলোচনা হয়নি। তবে আসন শূন্যের বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে। আওয়ামী লীগ এমপি আহসান উল্লাহ্ মাস্টারকে হত্যার পর দীর্ঘ প্রায় ১১ মাস পরে দলের ৫০ জন এমপি গত ১২ মে সংসদের অধিবেশনে যোগদান করেন। দলের অপর ৯ জন এমপি নানা কারণে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থাকার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। সরকারি দল আভাস দিয়েছে, বাজেট অধিবেশন জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে। শেখ হাসিনা টানা ৭৪ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত রয়েছেন। সর্বশেষ তিনি সংসদের অষ্টম অধিবেশনে বা ২০০৩ সালের বাজেট অধিবেশনে ১৬ জুন সংসদে উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের এমপিরা ২০০৩ সালের ২৫ জুন সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে আসেন এবং সংসদ বর্জনের কথা ঘোষণা করেন। তারপর তারা টানা ১১ মাস সংসদে যোগদান করেননি। বিরোধীদলীয় নেত্রীর পরে রয়েছেন পটুয়াখালী-৪ আসন থেকে নির্বাচিত আলহাজ মোঃ মাহবুবুর রহমান। তিনি টানা ৭১ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত রয়েছেন। সর্বশেষ ২০০৩ সালের ১৯ জুন তিনি সংসদ অধিবেশনে যোগদান করেন। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন প্রবীণ সাংসদ হবিগঞ্জ-১ থেকে নির্বাচিত দেওয়ান ফরিদ গাজী। তিনি টানা ৭০ কার্যদিবস অনুপস্থিত আছেন। তিনি সর্বশেষ ২০০৩ সালের ২১ জুন সংসদে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত আওয়ামী লীগের অন্য এমপিরা হলেন– দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী শরীয়তপুর-৩ থেকে নির্বাচিত আবদুর রাজ্জাক (৬৬ কার্যদিবস), ফরিদপুর-৫ আসন থেকে নির্বাচিত কাজী জাফর উল্লাহ (৬৬ কার্যদিবস), সাবেক প্রতিমন্ত্রী বাগেরহাট-৩ আসন থেকে নির্বাচিত তালুকদার আবদুল খালেক (৬৬ কার্যদিবস), বরগুনা-১ আসনের (প্রথমে স্বতন্ত্র, পরে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী) মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৬৯ কার্যদিবস), ঠাকুরগাঁও-২ আসন থেকে নির্বাচিত আলহাজ মোঃ দবিরুল ইসলাম (৬৭ কার্যদিবস) এবং হবিগঞ্জ-২ আসন থেকে নির্বাচিত নজমুল হাসান জাহেদ (৬৬ কার্যদিবস)।

অনুপস্থিতির খড়্গ মাথায় থাকা এমপিদের তালিকায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে নির্বাচিত সরকারি দল বিএনপির এমপি মোঃ শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের নাম রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত সংসদের একাদশ অধিবেশনে তিনি একদিনও উপস্থিত ছিলেন না। এই অধিবেশন ৪৩ কার্যদিবস চলেছে। এর আগেও তিনি টানা ১৩ দিন সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি সংসদে যোগদান করতে পারছেন না।

চট্টগ্রামে কাদিয়ানি বিরোধী মিছিলে পুলিশের বাধা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি সফল করতে শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ চত্বরে হাজার হাজার আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা ছাত্র সমবেত হয়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলেও পুলিশি বাধার মুখে কাদিয়ানি মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারেনি। ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট, বাংলাদেশের ব্যানারে তারা জুমার নামাজ শেষ করেই গজারির লাঠি হাতে জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে জড়ো হয় এবং সেখান থেকে মাইকিং করে মিছিল সহকারে চকবাজার এসে পৌঁছে। সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে চকবাজার ও আশপাশে মোতায়েন করা হয় শত শত পুলিশ। পুলিশের একাধিক ব্যারিকেডের মুখে চকবাজারে অবস্থিত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের 'মসজিদ বায়তুল বাসেত' ঘেরাও করতে না পারলেও খতমে নবুওয়তের নেতাকর্মীরা পুলিশকে দিয়েই নিজেদের আনা 'কাদিয়ানি উপাসনালয়' 'এটা একটা উপাসনালয় মসজিদ মনে করে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না' লেখা একটি ব্যানার টাঙিয়ে দেয় মসজিদ বায়তুল বাসেতের সাইন বোর্ডের ওপর। আশংকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোন সংঘর্ষ বা রক্তপাত ছাড়া গতকালের কর্মসূচি শেষ হয়।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনটি বিভিন্ন মাদ্রাসায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে এলেও এর আগে তা প্রকাশিত হয়নি। কাদিয়ানিদের আস্তানা ঘেরাও কর্মসূচি দিয়ে গতকাল তারা প্রথমবারের মতো শোডাউন দেয়। এদের বশে আনতে পুলিশের হিমশিম খেতে হয়। শুরু থেকেই পুলিশ তাদের সঙ্গে কোনরকম বাড়াবাড়িতে না গিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশল অবলম্বন করে।

জানা যায়, চকবাজারে অবস্থিত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কার্যালয় মসজিদ বায়তুল বাসেত ঘেরাও করার জন্য গত দু'দিন থেকে নগরীর বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে বাসযোগে কওমী মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র এসে নগরীর বিভিন্ন মাদ্রাসায় আশ্রয় নেয়। শুক্রবার তারা জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে জমিয়তুল ফালাহ ও আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদে এসে জড়ো হয়। চকবাজার

অলি খাঁ জামে মসজিদ, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের (কাদিয়ানি) মসজিদ বায়তুল বাসেত, গুলজার মোড় ও চট্টগ্রাম কলেজ এলাকায় শত শত পুলিশ জড়ো হয়। তারা চকবাজার দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। ব্যস্ততম চকবাজার পরিণত হয় ফাঁকা জনপদে।

ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট বাংলাদেশের অনুসারীরা বিকাল সাড়ে ৩টায় প্রত্যেকে লাঠি হাতে মিছিল সহকারে কাজীর দেউড়ি, জামাল খান, গনি বেকারি হয়ে চকবাজারের উদ্দেশে রওনা দেয়। বেলা ৪টায় তারা প্যারেড ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। মিছিলকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার জন্য বারবার চেষ্টা করলে সমঝোতার মাধ্যমে পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এ সময় উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) মিয়া লুৎফর রহমান চৌধুরী, পাঁচলাইশ জোনের সহকারী কমিশনার ফারুক আহমেদ, পাঁচলাইশ থানার ওসি এসএম নাইমুর রহমান তাদের বশে আসেন। তবে তাদের লিখে আনা ব্যানার 'কাদিয়ানিদের উপাসনালয় সাইনবোর্ডটি পুলিশ মসজিদ বায়তুল বাসেতের সাইনবোর্ডের ওপর টাঙিয়ে দেয়। এরপর খতমে নবুওয়ত অনুসারীরা তাদের অবস্থান থেকে আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে।

মিছিলের আগে জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ চত্বরে অধ্যক্ষ মাওলানা আলী ওসমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুফতি বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি আবদুর রহমান, খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আমীর আল্লামা মাহমুদুল হাসান মমতাজী, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নাজমুল হক, মুফতি নুর হোসেন নুরানী, আল্লামা শাহ জমির উদ্দিন, আল্লামা শাহ মুহিবুল্লাহ প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকার টান না দেয়ায় এদেশের হাক্কানি ওলামাগণ রাজপথে নেমে এসে কঠিন কর্মসূচি দিয়েছেন। নবীজীর ইজ্জত রক্ষায় প্রয়োজনে লাগাতার হরতালসহ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

এ ব্যাপারে আহমদিয়া সম্প্রদায় তাবলিগ কমিটির সাধারণ সম্পাদক নেছার আহমেদ যুগান্তরকে জানান, আতংকের কারণে গতকাল তাদের অনুসারী মহিলারা নামাজ আদায় করতে মসজিদে আসেননি। তিনি বলেন, উগ্রতা দিয়ে ইসলাম প্রচার হয় না। এটি ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করার অপকৌশল।

নাফাজ ও কুফায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ

● দুই জাপানি সাংবাদিক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

শিয়া নেতা মোকতাদা আল সদরের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও শান্ত হয়নি অগ্নিগর্ভ ইরাক। গেরিলা হামলা ও সংঘর্ষে আরও রক্তপাত ঘটেছে দখলদারকবলিত দেশটিতে। বাগদাদের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে মাহমুদিয়া শহরের কাছে গেরিলা হামলায় নিহত হয়েছেন দুই জাপানি সাংবাদিক ও তাদের এক ইরাকি দোভাষী। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে পবিত্র শহর নাজাফ ও কুফায়। কুফায় সংঘর্ষে পাঁচজন সাধারণ ইরাকি নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছেন। বাগদাদের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ইউসুফিয়া শহরে আমেরিকার নিযুক্ত ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের মহিলা সদস্য সালমা আল খুফাজির গাড়িবহরে গেরিলা হামলা হয়েছে। সালমা আল খুফাজি অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও তার পুত্র আহমদ ও এক দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন। বাগদাদের উত্তরে বাকুবা শহরের কাছে মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষে একজন সাধারণ ইরাকি নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। এ অবস্থায় পশ্চিম ইরাকের ফালুজায় গেরিলাদের হাতে তিন দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এনবিসির চারজন সাংবাদিক। তাদের মধ্যে একজন ইরাকি। অন্যদিকে বাগদাদের নিকটবর্তী আবু গরিব কারাগার থেকে শুক্রবার আরও কিছু বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এ সময় কারাগারের সামনে ভিড় জমান বন্দিদের হাজার হাজার আত্মীয়স্বজন। তাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। এদিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে ছাড়িয়ে এবার বন্দি নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে কোয়ালিশনের অন্য শরিকদের বিরুদ্ধেও। আবু গরিব কারাগারের বন্দিরা মার্কিন তদন্তকারীদের বলেছেন, পোলিশ ও কোয়ালিশনের শরিক অন্য দেশগুলোর সেনারাও তাদের ওপর চালিয়েছে পাশবিক নির্যাতন। ইন্টারন্যাশনাল অকুপেশন ওয়াচ সেন্টার নামে একটি মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, আবু গরিব কারাগারে মহিলা বন্দিরা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এক মহিলা বন্দি একদিনে ১৭ বার ধর্ষিত হওয়ার পর দু'দিন ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। স্বামীর সামনে ধর্ষিত হওয়ার পর এক মহিলা বন্দি আত্মহত্যা করেছে। সে ছিল চার সন্তানের মা। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে মুক্তি পাওয়ার পর তিন মহিলাকে তাদের পরিবারের সদস্যরা হত্যা করেছে। এ অবস্থায় শুক্রবার মেক্সিকোতে ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার শীর্ষ সম্মেলনে বন্দি নির্যাতনের জন্য ব্যাপক সমালোচনা ও নিন্দার মুখে পড়েছে আমেরিকা। এএফপি, এপি, রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন ও ইন্টারনেট।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় মাহমুদিয়া শহরের কাছে গাড়িতে রকেটচালিত গ্রেনেড হামলায় জাপানি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক শিনসুকে হাশিদা (৬১) ও কোতারো ওগাওয়া (৩৩) এবং তাদের ইরাকি দোভাষী মোহাম্মদ (৪৮) নিহত হন। গ্রেনেড বিস্ফোরণে ভস্মীভূত হয় তাদের গাড়ি। ইরাকে সেনা পাঠিয়ে এমনিতেই নিজ দেশে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমি। দুই জাপানি সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনা তার ক্ষমতার ভিতকে আরও নড়বড়ে করে তুলতে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এদিকে ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়েছে দক্ষিণ ইরাকের নাজাফ ও কুফা শহরে। বৃহস্পতিবার মোকতাদা আল সদরের দেয়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিয়ে মার্কিন বাহিনী নাজাফ ও কুফায় সামরিক অভিযান স্থগিত ঘোষণা করে। কিন্তু শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে এ দুটি পবিত্র শহর আবার গর্জে উঠেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও রকেটচালিত গ্রেনেডের শব্দে। সদরের মিলিশিয়া বাহিনী মাহদি আর্মি ও মার্কিন বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধ এবং মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। যুদ্ধবিরতি ভেঙে হামলা চালানোর জন্য উভয় পক্ষ দোষারোপ করেছে পরস্পরকে। সদরের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী জানান, কুফার প্রবেশপথে মার্কিন বাহিনী প্রথমে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। আমরা যুদ্ধবিরতি মেনে চলছিলাম। আমরা তাদের ওপর কোন মর্টার হামলা চালাইনি। তবে মার্কিন বাহিনী বলেছে, তাদের তিনটি ট্যাংক কুফার কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় গেরিলারা প্রথমে রকেটচালিত গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। এদিকে মোকতাদা আল সদর গতকাল কুফার মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে পারেননি। তবে তার একজন সহযোগী তার পক্ষে জুমার ইমামতি করেন। খুতবায় সদরের পক্ষে সর্বোচ্চ শিয়া কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'শত্রুরা নাজাফে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। আর আপনারা তা নীরবে সহ্য করছেন।' অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাজাফ থেকে ফেরার পথে ইউসুফিয়া শহরে গাড়িবহরে গেরিলা হামলার শিকার হয়েছেন ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের মহিলা সদস্য সালমা আল খুফাজি। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পেলেও তার পুত্রের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। এতে পুত্র আহমদ ও খুফাজির একজন দেহরক্ষী নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও দুই দেহরক্ষী। গত বছরের সেপ্টেম্বরে গেরিলা হামলায় নিহত হন গভর্নিং কাউন্সিলের মহিলা সদস্য আকিলা আল হাশেমি। তার স্থলাভিষিক্ত হন দন্ত চিকিৎসক সালমা আল খুফাজি। মাত্র ১০ দিন আগে বাগদাদে গেরিলা হামলায় নিহত হয়েছেন গভর্নিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইজ্জেদিন সেলিম। এ অবস্থায় ওয়াশিংটন পোস্ট ও এবিসি নিউজের এক জরিপে দেখা যায়, ৬৭ শতাংশ আমেরিকান ইরাক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, বিক্ষুব্ধ ও হতাশ। এদিকে গেরিলা হামলায় দুই রুশ ঠিকাদার নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রুশ কোম্পানির ১৩৮ জন রুশ কর্মী গতকাল দেশে ফিরেছে। তবে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আহ্বানকে উপেক্ষা করে ৫০ জন রুশকর্মী ইরাকে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাবি অনার্সে ভর্তির ফল প্রকাশিত

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের (২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর মেধানুসারে আসন সংখ্যার ১০ গুণ ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিতদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২ ও ৩ জুন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে। মেধা তালিকায় নির্বাচিতদের ভর্তি ১৪ জুন থেকে ২১ জুন এবং অপেক্ষমাণ তালিকার প্রার্থীদের ৩ জুলাই থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত ভর্তি করা হবে। ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রীদের সদ্য তোলা ৮ কপি পাসপোর্ট আকারের (প্রত্যয়ন ছাড়া) ছবি, মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার মূল প্রশংসাপত্র, নম্বরপত্র ও মূল সনদপত্র, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র (প্রত্যেকটির একটি করে ফটোকপিসহ) এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের মাসিক আয়ের সনদপত্র জমা দিতে হবে। একই শিক্ষাবর্ষের মুক্তিযোদ্ধা, খেলোয়াড়, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় কোটায় ভর্তির ফরম বিতরণ আগামীকাল রোববার থেকে শুরু হবে। চলবে ৫ জুন পর্যন্ত। ফরম পাওয়া যাবে অগ্রণী ব্যাংক, জাবি শাখায়। প্রতিটি ফরমের মূল্য ১০০ টাকা। একই সময়ের মধ্যে কোটা ফরম প্রয়োজনীয় সনদপত্রসহ রেজিস্ট্রার শিক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।

আজ ৩৩ দিনের ছুটি শুরু

আজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে ৩৩ দিনের গ্রীষ্মকালীন ছুটি। চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রশাসনিক ছুটি ৫ থেকে ১৩ জুন। ছুটির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ থাকলেও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে ছুটির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। ছুটির দিনে সকাল ৯টা ও বিকাল ৪টায় ক্যাম্পাস থেকে এবং বেলা সোয়া দু'টায় ও সন্ধ্যা ৬, ৭, ৮টায় ঢাকার ওসমানী উদ্যান থেকে বাস ছাড়া হবে।

পাহাড়ে অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত

যুগান্তর ডেস্ক

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি প্রদানের আশ্বাস দেয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) আগামী রোববার পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করেছে। তবে এ সময়ের মধ্যে আটককৃতদের মুক্তি দেয়া না হলে আগামী সোমবার থেকে পাহাড়ে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে। পিসিজেএসএসের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

রাঙ্গামাটি : পিসিজেএসএসের ডাকা তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন গতকাল রাঙ্গামাটিতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। দূরপাল্লার কোন যানবাহন চলাচল করেনি। ফলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। শহরের প্রধান প্রধান স্থানে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

এদিকে সড়ক অবরোধ শেষে পিসিজেএসএসের জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা শিল্প একাডেমী প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিসিজেএসএস জেলা শাখার সহ-সভাপতি নীলচন্দ্র চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় ছাত্র ও রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার, সহকারী তথ্য ও প্রচার সম্পাদক তনয় দেওয়ান, জেলা সাধারণ সম্পাদক পলাশ খিসা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সভাপতি মংখ্যাছিং মারমা ও আসীন চাকমা প্রমুখ।

অপরদিকে গতকাল পিসিজেএসএসের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৭ মে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইন-শৃংখলা বিষয়ক এক বিশেষ সভায় পুলিশ প্রশাসনসহ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আগামী রোববারের মধ্যে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এ আশ্বাসের ভিত্তিতে আগামী রোববার পর্যন্ত পিসিজেএসএসের চলমান সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে গতকাল পার্বত্য চুক্তিবিরোধী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন কমিটি অবরোধ কর্মসূচির বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

খাগড়াছড়ি : সড়ক অবরোধের প্রথম দিনের ব্যাপক সংঘর্ষের পর গতকাল জেলার সার্বিক পরিস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। সকাল থেকে জেলার অভ্যন্তরীণ ও দূরসড়কে যানচলাচল পুনঃচলাচল শুরু হয়। সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলার সর্বত্র সেনাবাহিনী কঠোর নজরদারি রাখে। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় অগ্নিসংযোগ, বিস্ফোরক আইনে জেএসএস ৩০/৩৫ নেতাকর্মীকে আসামি করে মামলা হয়েছে। নিরপরাধ ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ দলীয় নেতাদের ওপর হামলা ও মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

বান্দরবান : বৃহস্পতিবার থেকে জেলা সদরের সঙ্গে রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি এবং চন্দ্রঘোনা ও রাঙ্গামাটি সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাংলাদেশ প্রথম বলে উইকেট পতন

স্পোর্টস রিপোর্টার

বাংলাদেশের ক্রিকেটে এমন দৃশ্য এখন চোখ-সওয়া। সেন্ট লুসিয়াতে শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের সূচনাতেও তার ব্যত্যয় হয়নি। প্রথম বলেই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। শিকারি পেড্রো কলিন্স। শিকার হান্নান সরকার। দেড় বছর আগে ঢাকার মাঠে ঠিক একইভাবে পেড্রো আউট করেছিলেন বাংলাদেশের ওপেনার হান্নানকে। তবে সেবার হান্নান বোল্ড হয়েছিলেন। আর গতকাল লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন।

এর আগে বাংলাদেশ অধিনায়ক হাবিবুল বাশার টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ধাক্কা সামলে উঠে বাংলাদেশ অবশ্য শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই এক উইকেটেই ৭৬ রান তোলে।

সেন্ট লুসিয়ার এই মাঠে এটি দ্বিতীয় টেস্ট। তবে ওয়ানডে হয়েছে পাঁচটি। লারা এই মাঠে প্রথম টেস্টে ২০৯ রান করেন। বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে প্রত্যাবর্তন হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলপতি ব্রায়ান লারার।